যুগান্তর

তারিখ 04 OCT 2016

শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত

কোচিং বাণিজ্যে বৈধতা সহায়ক পুস্তকে উদার

মুসতাক আহমদ

কোচিং বাণিজ্যকে বৈধতা দিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া। প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে। কোনো ছাত্রী শিক্ষকের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার হলে তা প্রতিকারের কোনো বিধান আইনে রাখা হয়নি। নোট-গাইড নিষিদ্ধ করা হলেও সহায়ক পুস্তক প্রকাশের পথ খোলা রাখা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি স্থায়ী বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

- যৌন হয়রানি রোধে বিধান নেই
- উপেক্ষিত প্রশ্ন ফাঁসে সাজার বিষয়
- বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন হবে

আইনের নতুনত্ব হচ্ছে, পিপিপির (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত স্কুল-কলেজের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। সর্বোপরি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য 'স্থায়ী শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হবে। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার শারীরিক শাস্তি বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'-এর আলোকে 'শিক্ষা আইন'-২০১৬ চূড়ান্ত করা হচ্ছে। দেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের আইন হচ্ছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, আইনের ওপর কাজ শেষ। এখন খসড়াটি চূড়ান্ত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি তা অনুমোদন দিলে মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা আইন প্রায় চূড়ান্ত। শিগগিরই তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে।

আইনের খসড়ায় কোচিং বাণিজ্যকে খুবই ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কোচিং ব্যবস্থাকে। তবে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কোচিং বাণিজ্যে বৈধতা সহায়ক পুস্তকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। আইনে কোচিং সেন্টারগুলোর শিক্ষা (সহায়ক) কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। আইনে কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা হয়নি; তবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেলে সরকার কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে পারবে।

শিক্ষা আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হবে তিন স্তরের। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর স্নাতক বা তদূর্ধ্ব স্তর উচ্চশিক্ষা স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এছাড়া, সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিদ্যমান সব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমোদন নিতে হবে। দেশী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের ফি নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিবন্ধন নিতে হবে। বিদেশী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেল বা সমপর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশ স্টাডিজ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে। অমান্য করলে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা এক বছর কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। আইন ভঙ্গ করলে তিন লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তবে প্রবাসী বাংলাদেশীরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে।

আইনে শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, ভর্তি, ধর্ম শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ১৫ বছর ও তদূর্ধ্বদের বয়স্ক শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসায় অভিন্ন পাঠ্যবই থাকবে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দেবে। সব প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক পরিষদ গঠন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব আয়-ব্যয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। অনিয়ম, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, রাষ্ট্র বা শৃংখলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে শিক্ষকদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

এর আগে ৬৭টি বিধান সংবলিত ছিল আইনের খসড়া। এবারের ৭ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত খসড়ায় ৫১টি ধারা আছে। এর থেকে বহুল আলোচিত প্রশ্ন ফাঁস-সংক্রান্ত বিধান তুলে দেয়া হয়েছে। এর আগের খসড়ায় এ বিধান ছিল।

আইন অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা স্তরের সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এজন্য একটি 'রেগুলেটরি কমিশন' গঠন করা হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মূল্যায়ন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদন নিয়ে দূরশিক্ষণ এবং ই-লার্নিং পদ্ধতিতে কোর্স বা প্রোগ্রাম চালাতে পারবে। 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয় ও উন্নয়ন করবে।

প্রসঙ্গত, 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'-এর আলোকে ২০১১ সালে 'শিক্ষা আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় সরকার। ২০১২ সালে শিক্ষা আইনের প্রথম খসড়া তৈরি করা হয়। পরে সংযোজন-বিয়োজন শেষে ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট জনমত যাচাইয়ের জন্য আইনের খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এনিয়ে পরবর্তীতে নানা বিতর্ক দেখা দিলে আইন প্রণয়নের কাজ থমকে থাকে। তবে গত বছর খসড়া আইন ফের মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়েও কয়েক দিনের মধ্যে তুলে নেয়া হয়। এরপর কর্মকর্তা পর্যায়ে কাজ শেষে আইনটি চূড়ান্ত করা হয়।